বিশেষ প্রতিবেদন

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য

১৫ হাজার কোটি টাকার হাতছানি

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য পোশাক শিল্প নির্ভর। গত এক দশকে এই নির্ভরতা শুধু বেড়েছে। এই নির্ভরশীলতা কাটাতে না পারলে এদেশের অর্থনীতি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না কোনো দিন। এজন্য বাড়াতে হবে বিকল্প পণ্যের রপ্তানি। অপ্রচিলিত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা আয় করা সম্ভব... অনুসন্ধান করেছেন **আসাদুর রহমান**, ছবি **এন্ড্রু বিরাজ**

১১ সেপ্টেম্বরের পর বদলে গেছে বিশ্ব অর্থনীতি। বিশ্ব বাণিজ্যে এখন চরম মন্দা অবস্থা। বিশেষ করে আমেরিকার সঙ্গে বৃহৎ বাণিজ্যে সম্পৃক্ত প্রতিটি দেশই এই মন্দার কবলে পড়েছে। বাদ পড়েনি বাংলাদেশও। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-র এক সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১১৮ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। এই হিসাব ২০০০-২০০১ অর্থবছরের। একই সময়ের তুলনায় ৫ কোটি ৭৪ লাখ ডলার বা প্রায় ৫% বেশি। এমসিসিআই'র সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায়, এই সময়কালে একক প্রতি রপ্তানি মূল্য ১.৩৪% ও পরিমাণ ৬.৯৯% কমে গেছে। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি কমেছে ১২.৮১%, জার্মানিতে ১৪.৫০%, ইটালিতে ৮.২৯%, বেলজিয়ামে ১৯.৮৮%, নেদারল্যান্ডে ৯.৭৯%, জাপানে ১২.২৯%, পাকিস্তানে ৩৮.৭১% ও সিঙ্গাপুরে ১৪.১১% হারে কমেছে। জাহাজে ঝুঁকি বীমার হার বেড়ে যাওয়ায় আমদানি কার্যক্রম ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। ফলে একদিকে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে অন্যদিকে চাপ বাড়ছে বৈদেশিক [illegible] ওপর।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের এই হাল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে এ দেশের কিছু পণ্য সামগ্রীর তথ্য। এসব পণ্যের মধ্যে কয়েকটির চাহিদা এদেশে কম, কোনো কোনোটির চাহিদা একেবারেই নেই। কিন্তু বহির্বিশ্বে এমনকি উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে

সবজি, নকশী কাঁথা, পাটজাত পণ্যের রয়েছে বিশাল বিদেশী বাজার। এ থেকে আয় হতে পারে ১১০০ কোটি টাকা

Please collect your print copy